Education Centre Sylhet

# আক্বীদা সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ


এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)
পশ্চিম সুবিদবাজার, লাভলী রোড এর মোড়, সিলেট-৩১০০।
মোবাইল: ০১৭১২ ৯৬ ৮৩ ৪৫
Email: ecs.sylhet@gmail.com. Web: www.banglaislam.com

# আক্বীদা সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ

**১. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ কোথায় অবস্থান করেন?**

**উত্তরঃ** মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা আরশে আযীমের উপর অবস্থান করেন। আল্লাহর কথাই এর দলীল।

﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۝٥﴾

অর্থঃ 'পরম দয়াময় [আল্লাহ] 'আরশের উপর সমুন্নত রয়েছেন।' [সূরা ত্ব-হা (২০): ৫]

মহান আল্লাহ আসমানের উপর বা 'আরশে আযীমের উপর সমুন্নত রয়েছেন, এটা কুরআন মাজীদের ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, যারা দাবী করেন যে, মহান আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান, অথবা তিনি মু'মিন বান্দার ক্বলবের ভিতর [অর্থাৎ অন্তরে] অবস্থান করেন, আর মু'মিন বান্দার ক্বলব বা অন্তর হল আল্লাহর 'আরশ বা ঘর। তাদের এ সকল দাবী সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

**২. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ মুখমণ্ডল আছে কি? যদি থাকে, তবে তার দলীল কী?**

**উত্তরঃ** হ্যাঁ, মহান আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ মুখমণ্ডল আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল।

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٦ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝٢٧﴾

অর্থ: '[কিয়ামতের দিন] ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। [হে রাসূল!] আপনার মহিমাময় ও মহানুভব রবের চেহারা অর্থাৎ সত্তাই একমাত্র বাকী থাকবে।'[1]

**৩. প্রশ্ন: মহান আল্লাহর কী হাত আছে? যদি থাকে, তবে তার দলীল কী?**

**উত্তর:** হ্যাঁ, মহান আল্লাহর হাত আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল।

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾﴾

অর্থ: "আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সামনে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল?"[2]

**৪. প্রশ্ন: মহান আল্লাহর কি চক্ষু আছে? যদি থাকে, তবে তার দলীল কী?**

**উত্তর:** হ্যাঁ, মহান আল্লাহর চক্ষু আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন- তিনি নাবী মূসা (আ:)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

---

[1] [আর-রাহমান (৫৫): ২৬-২৭]

[2] [সূরা স-দ (৩৮): ৭৫]

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿٣٩﴾﴾

অর্থ: 'আমি আমার নিকট হ'তে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।'[3] এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সান্ত না দিতে যেয়ে বলেন,

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴿٤٨﴾﴾

অর্থ: '[হে রাসূল!] আপনি আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন, আপনি আমার চোখের সামনেই রয়েছেন।'[4]

**৫. প্রশ্ন: মহান আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন, এর দলীল কী?**

**উত্তর:** মহান আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন। আল্লাহর কথাই এর দলীল। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করেন ও দেখেন।[5]

---

[3] [সূরা ত্ব-হা (২০): ৩৯]

[4] [সূরা আত্-তূর (৫২): ৪৮]

[5] [আল-মুজাদালাহ (৫৮): ১]

**৬. প্রশ্নঃ মানুষের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি, অপর দিকে মহান আল্লাহর শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?**

**উত্তরঃ** হ্যাঁ, মানুষের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি, অপর দিকে মহান আল্লাহর শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি, এ দুয়ের মাঝে অবশ্যই বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। তিনি বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾

**অর্থঃ** আল্লাহর সাদৃশ্য কোন বস্তুই নেই এবং তিনি শুনেন ও দেখেন।[6]

**৭. প্রশ্নঃ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ গায়েবের খবর রাখেন কী?**

**উত্তরঃ** না, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ গায়েবের বা অদৃশ্যের খবর রাখেন না।

আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। তিনি বলেন,

﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾﴾

---

[6] [সূরা আশ্-শূরা (৪২): ১১]

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত আছি, এবং সে সব বিষয়েও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন রাখ।'[৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ﴿٥٩﴾﴾

অর্থ: 'সেই মহান আল্লাহর কাছে অদৃশ্য জগতের সমস্ত চাবি রয়েছে। সেগুলো একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই জানেন না।'[৮]

**৮- প্রশ্নঃ দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্ন যোগে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করা অর্থাৎ আল্লাহকে দেখা কী সম্ভব?**

**উত্তরঃ** না, দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্ন যোগে মহান আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي ﴿١٤٣﴾﴾

অর্থঃ তিনি [মূসা (عليه السلام)] আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'হে আমার রব! তোমার দীদার আমাকে দাও; যেন আমি তোমাকে

---

7 [সূরা বাকারাহ (২): ৩৩]

8 [সূরা আন'আম (৬): ৫৯]

দেখতে পাই। উত্তরে মহান আল্লাহ [মূসা (আঃ) কে] বলেছিলেন, হে মূসা! তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না।"[৯]

এ আয়াতসহ আরো অন্যান্য আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি জীবের কোন চক্ষু এমনকি নাবী ও রাসূলগণের কেউই দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহকে দেখতে পায়নি কেউ পাবেও না। অতএব, যারা বা যে সকল নামধারী পীর সাহেবরা দাবী করে যে, তারা স্বপ্নে আল্লাহকে দেখতে পায়, তারা যে ভণ্ড ও মিথ্যুক এতে কোন সন্দেহ নেই।

**৯. প্রশ্নঃ আমাদের নাবী মুহাম্মদ (ﷺ) তিনি কি মাটির তৈরি? না নূরের তৈরি?**

**উত্তরঃ** আমাদের রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) তিনি মাটির তৈরী। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

অর্থঃ 'আপনি [হে রাসূল! উম্মাতে মুহাম্মাদীদেরকে] বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী নাযিল হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।"[১০]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)

---

[9] [সূরা আ'রাফ (৭): ১৪৩]

[10] [সূরা আল-কাহফ (১৮): ১১০]

দৈহিক চাহিদার দিক দিয়ে আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া, প্রাকৃতিক প্রয়োজন, বাজার-সদাই, বিবাহ-শাদী, ঘর-সংসার সবই আমাদের মতই করতেন। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও নাবী ছিলেন, তার কাছে আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়ার মানুষের হিদায়েতের জন্য অহী নাযিল হতো, আর আমাদের কাছে অহী নাযিল হয় না। অতএব, যারা রাসূলের প্রশংসা করতে যেয়ে নূরের নাবী বলে অতিরঞ্জিত করল, তারা রাসূল (ﷺ) এর প্রতি মিথ্যার অপবাদ দিল।

**১০. প্রশ্নঃ অনেক বই পুস্তকে লেখা আছে, এ ছাড়া আমাদের দেশের ছোট-খাট বক্তা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তাদের অধিকাংশই বলে থাকেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন, আরশ-কুরসী কিছুই সৃষ্টি করতেন না। এ কথাটি ঠিক না বেঠিক?**

**উত্তরঃ** উল্লেখিত কথাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা। কারণ, কুরআন ও ছহীহ হাদীস থেকে এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। অপরদিকে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾

'আমি জ্বিন জাতি এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।'[১১]

---

[11] [সূরা আয্-যারিয়াত (৫১): ৫৬]

**১১. প্রশ্নঃ আমাদের নাবী মুহাম্মদ (ﷺ) কি গায়েবের খবর রাখতেন?**

**উত্তরঃ** না, আমাদের নাবী (ﷺ) গায়েবের খবর রাখতেন না। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴿١٨٨﴾﴾

অর্থঃ '[হে মুহাম্মদ!] আপনি ঘোষণা করে দিন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোনই হাত নেই। আর আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তাহলে বহু কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।'[১২]

বাস্তবতার আলোকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যদি গায়েবের খবর রাখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি ওহুদের যুদ্ধে, বদরের যুদ্ধে, তায়েফে এবং আরো অন্যান্য অবস্থার পরিপেক্ষিতে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতেন না।

---

[12] [সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৮৮]

**১২. প্রশ্নঃ অনেক আলেম ও বক্তারা বলে থাকেন যে, আমাদের নাবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর দেহ বা শরীর মুবারকের চারি পার্শ্বে যে সমস্ত মাটি রয়েছে- সে সমস্ত মাটির মূল্য বা মর্যাদা আল্লাহর আরশের মূল্য বা মর্যাদার চেয়েও বেশী। এ কথাটি ঠিক না বেঠিক?**

**উত্তরঃ** উল্লেখিত কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা। কেননা কুরআন ও হাদীস থেকে এর স্বপক্ষে কোন কিছুই পাওয়া যায় না।

**১৩. প্রশ্নঃ অনেকেই মুহাম্মদ (ﷺ) ও নামধারি পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলীয়াদের অসীলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করে থাকে। এটা জায়েয কি জায়েয নয়?**

**উত্তরঃ** উল্লেখিত বিষয়টি জায়েয নয়। কেননা, মৃত ব্যক্তির অসীলা করে আল্লাহর কাছে দু'আ করা নিষেধ বা হারাম, চাই সেই মৃত ব্যক্তি কোন নাবী বা রাসূল হোক না কেন।

**১৪. প্রশ্নঃ 'মীলাদ মাহফিল' কায়েম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা জায়েয কি জায়েয নয়? যদি জায়েয না হয়, তাহলে আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম-উলামারা মীলাদ পড়ান কেন?**

**উত্তরঃ** 'মীলাদ মাহফিল' কায়েম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা নিঃসন্দেহে নাজায়েয। কারণ, এর স্বপক্ষে কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীস হতে এবং সাহাবায়ে কিরামদের আমল ও পরবর্তী উলামায়ে মুজতাহিদীনদের তরফ থেকে কোনই প্রমাণপঞ্জী নেই। সেহেতু এটা ইসলামী শারীয়তে

নতুন আবিষ্কার তথা বিদ'আত। এর পরিণাম গোমরাহী, পথভ্রষ্ঠতা ও জাহান্নাম।

**১৫. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহকে পূর্ণভাবে ভালবাসা বা আনুগত্য করার উত্তম পদ্ধতি কি?**

**উত্তরঃ** মহান আল্লাহকে পূর্ণভাবে ভালবাসার উত্তম পদ্ধতি হল- খালেছ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, আর দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করা। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٣١﴾

অর্থঃ '[হে রাসূল! আপনার উম্মাতদেরকে] আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে তোমরা আমারই অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন, আর তোমাদের পাপও ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।'[১৩]

**১৬. প্রশ্নঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পূর্ণভাবে ভালবাসা বা অনুসরণ করার উত্তম পদ্ধতি কি?**

---

[13] [সূরা আলি 'ইমরান (৩): ৩১]

**উত্তর:** আমাদের নাবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে পূর্ণভাবে ভালবাসার উত্তম পদ্ধতি হল: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রত্যেকটা সুন্নাতকে দ্বিধাহীন চিত্তে যথাযথভাবে অন্তর দিয়ে ভালবাসা, আর সাধ্যানুযায়ী তা আমল করার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন- তিনি বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

অর্থ: 'অতএব (হে মুহাম্মদ!] আপনার রব্বের কসম, তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না। যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট কোন ঝগড়া বা বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক হিসাবে মেনে না নিবে। অতঃপর তারা আপনার ফায়সালার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা বোধ না করবে, এবং তা শান্তিপূর্ণভাবে কবূল করে নিবে।'[১৪]

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে যেন আমাকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে বসবাস করবে।'[১৫]

---

14 [আন-নিসা (৪): ৬৫]

15 *(বুখারী ও মুসলিম)*

**১৭. প্রশ্নঃ বিদ'আতের অর্থ কী? বা বিদ'আত কাকে বলা হয়?**

**উত্তরঃ** পারিভাষিক অর্থে সুন্নাতের বিপরীত বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়। আর শারঈ অর্থে বিদ'আত হলঃ 'আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরীয়তের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়।'[১৬]

**১৮. প্রশ্নঃ বিদ'আতী কাজের পরিণতি কী কী?**

**উত্তরঃ** বিদ'আতী কাজের পরিণতি হল ৩টি। ১. ঐ বিদ'আতী কাজ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। ২. বিদ'আতী কাজের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহীর ব্যাপকতা লাভ করে। ৩. আর এ গোমরাহীর ফলে বিদ'আতীকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।'[১৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন, 'আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হতে সাবধান থাক! নিশ্চয় প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই হল গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হল জাহান্নাম।'[১৮]

---

16 *(আল-ই'তিছাম, ১/৩৭ পৃ.)*

17 *(বুখারী ও মুসলিম)*

18 *(আহমাদ, আবূদাউদ, তিরমিযী)*

**১৯. প্রশ্নঃ আমাদের দেশে সংঘটিত কয়েকটি বড় ধরণের বিদ'আতী কাজ উল্লেখ করুন?**

**উত্তরঃ** ১. 'মীলাদ মাহফিল'-এর অনুষ্ঠান করা। ২. 'শবে-বরাত' পালন করা। ৩. 'শবে-মেরাজ' পালন করা। ৪. মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামায সমুহের কাফ্ফারা আদায় করা। ৫. মৃত্যুর পর ৪র্থ, ৭ম, ১০ম, অথবা ৪০তম দিনে খাওয়া, দু'আর অনুষ্ঠান করা। ৬. ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী বা ছাওয়াব বখশে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা। ৭. মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি। ৮. জোরে জোরে চিল্লিয়ে যিকর করা। ৯. হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা। ১০. পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়া। ১১. ফরয, সুন্নাত ও নফল তথা বিভিন্ন ধরনের নামায শুরু করার পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়া বিদ'আত। ১২. প্রস্রাব করার পরে পানি থাকা সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুলুখ নিয়ে ২০, ৪০, ৭০ কদম হাটাহাটি করা, জোরে জোরে কাশী দেয়া, হেলা দুলা করা, পায়ে পায়ে কাচি দেয়া- এ সবই বেহায়াপনা কাজ ও পরিষ্কার বিদ'আত। ১৩. অনেকে ধারণা করেন যে, তাবলীগ জামা'আতের সাথে যেয়ে ৩টা অথবা ৭টা চিল্লা দিলে ১ হজ্জের সওয়াব হয় -এ ধরণের কথা সবই বানোয়াট ও মিথ্যা, তথা বিদ'আত।

**২০. প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা হাদীস তৈরি করে অর্থাৎ বানোয়াট ও মনগড়া কথা মানুষের**

**সামনে বর্ণনা করে বা বই পুস্তকে লিখে প্রচার করে, তাহলে তার পরিণতি কি হবে?**

**উত্তর:** যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে মানুষের কাছে বর্ণনা করে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। রাসূল (ﷺ)-এর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে, তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।'[১৯]

**২১. প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলা অগণিত অসংখ্য নাবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় কি জন্য পাঠিয়েছিলেন?**

**উত্তর:** আল্লাহ তা'আলা অগণিত, অসংখ্য নাবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমে মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে তথা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। আর আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখার জন্য। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন- তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّـــةٍ رَّسُـــولاً أَنِ اعْبُــدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾﴾

---

19 *(বুখারী, ১/৫২; মুসলিম, ১/৯)*

অর্থ: 'আল্লাহর ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেবার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি।'[২০]

**২২. প্রশ্ন: ইবাদতের অর্থ কি? এবং ইবাদত কি কালিমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত এ কয়টির মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ?**

**উত্তর:** ইবাদত অর্থ হচ্ছে প্রকাশ্য এবং গোপনীয় ঐ সকল কাজ ও কথা যা আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন বা যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তাকে ইবাদত বলা হয়।

ইবাদত শুধুমাত্র কালিমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত- এ কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন, তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾﴾

অর্থ: '[হে রাসূল!] আপনি বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, এবং আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই সেই আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বের রব।'[২১]

[২০] [আন্ নাহল (১৬): ৩৬]

এ আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, কালিমা, নামায, রোজা, হাজ্জ ও যাকাত ছাড়াও মানুষের জীবনের প্রতিটি ভাল কথা ও কাজ ইবাদতের ভিতর গণ্য। যেমন দু'আ করা, বিনয় ও নম্রতার সাথে ইবাদত করা, হালাল উর্পাজন করা ও হালাল খাওয়া, দান-খয়রাত করা, পিতা-মাতার সেবা করা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা, এবং সর্ব কাজে ও কথায় সত্যাশ্রয়ী হওয়া, এবং মিথ্যা বর্জন করা ইত্যাদি।

**২৩. প্রশ্নঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপের কাজ কোনটি?**

**উত্তরঃ** আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপের কাজ হল, বড় শির্ক। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন- তিনি বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾

অর্থঃ "লোকমান (ﷺ) তাঁর ছোট ছেলেকে উপদেশ দিতে যেয়ে বলেছিলেন, 'হে আমার ছোট ছেলে! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে না। কেননা শিরক হল সবচেয়ে বড় যুলুম। (অর্থাৎ বড় পাপের কাজ)"[২২]

---

[21] [সুরা আনআম (৬):১৬২]

[22] [সূরা লুকমান (৩১): ১৩]

**২৪. প্রশ্নঃ বড় শির্ক কাকে বলা হয়? এবং বড় শির্ক কয়টি ও কি কি?**

**উত্তরঃ** বড় শিরক হলঃ বিভিন্ন প্রকার ইবাদাতের মধ্য হতে কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য নির্ধারণ করা। যেমন- আল্লাহ ছাড়া কোন পীর-ফকীর বা অলী-আউলীয়াদের কাছে সন্তান চাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে আয়-উন্নতির জন্যে বা কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে কোন পীর-ফকীরের নামে মান্নত দেয়া, কোন পশু জবেহ করা ইত্যাদি। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾﴾

অর্থঃ '[হে মুহাম্মদ!] আপনি আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন বস্তুর ইবাদত করবেন না, যা আপনার কোন প্রকার ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই হে নাবী! আপনি যদি এমন কাজ করেন, তাহলে আপনিও জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।'[২৩]

বড় শিরকের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই তবে বড় শিরকের শাখা প্রশাখা অনেক, তার মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

---

[23] [সূরা ইউনূস (১০): ১০৬]

১. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকা, অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া।
২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করার জন্য পশু যবেহ করা।
৩. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত করা।
৪. কবরবাসীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার কবরের চারপার্শ্বে তাওয়াফ করা ও কবরের পাশে বসা।
৫. বিপদে-আপদে পড়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা।

**২৫. প্রশ্ন: বড় শির্কের দ্বারা মানুষের কি ক্ষতি হয়?**

**উত্তর:** বড় শিরকের দ্বারা মানুষের সৎ আমল সব নষ্ট হয়ে যায়, জান্নাত হারাম হয়ে যায়। চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়। আর তার জন্যে পরকালে কোন সাহায্যকারী থাকে না। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন- তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾﴾

অর্থ: '[হে নাবী!] আপনি যদি শিরক করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।'[২৪]

---

[24] [সূরা যুমার (৩৯): ৬৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾﴾

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এ সমস্ত জালেম তথা মুশরিকদের জন্য কেয়ামতের দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না।'[২৫]

**২৬. প্রশ্ন: শির্ক মিশ্রিত সৎ আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কী?**

**উত্তর:** না, শিরক মিশ্রিত সৎ আমল সবই নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾﴾

অর্থ: '(হে নাবী) আপনি যদি শিরক করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই

---

25 [সূরা মায়িদাহ (৫): ৭২]

ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।'[২৬] এ আয়াতটিই এ বিষয়ের স্পষ্ট দলীল।

**২৭. প্রশ্নঃ মৃত অলী-আওলিয়াদের দ্বারা এবং অনুপস্থিত জীবিত অলী-আওলিয়াদের দ্বারা অসীলা করে দু'আ করা এবং বিপদে-আপদে সাহায্য চাওয়া জায়েয কি না?**

**উত্তরঃ** না, জায়েয নয়। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾﴾

অর্থঃ 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তো সবাই তোমাদের মতই বান্দা।'[২৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾﴾

অর্থঃ 'তারা তো মৃত, প্রাণহীন, এবং তাদেরকে কবে পুণরুত্থান করা তারা তাও জানে না।'[২৮]

---

[26] [সূরা যুমার (৩৯): ৬৫]

[27] [আরাফ (৭): ১৯৪]

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (رضي الله عنهما)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি কোন সাহায্য চাইবে, তখন একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।'

**২৮. প্রশ্নঃ উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয কী?**

**উত্তরঃ** হ্যাঁ, জায়েয। উপস্থিত জীবিত ব্যক্তি তিনি যে সমস্ত বস্তু সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, সে সমস্ত বস্তু তার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴿١٥﴾﴾

অর্থ: মূসা (عليه السلام)-এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে মূসা (عليه السلام)-এর সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা (عليه السلام) তাকে ঘুষি মারলেন, এভাবে তিনি হত্যা করে ফেললেন।[২৯]

---

28 [সূরা আন্ নাহল (১৬): ২১]

29 [সূরা আল ক্বাসাস (২৮): ১৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۝٢﴾

অর্থ: 'তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর নেক কাজ করতে এবং পরহেজগারীর ব্যাপারে। তবে পাপ কাজে ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না।'[৩০]

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কোন বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ সেই বান্দার সাহায্য নিয়োজিত থাকবেন।'[৩১]

**২৯. প্রশ্ন: আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কী জায়েয?**

**উত্তর:** না, যে সমস্ত বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া না জায়েয তথা শিরক।

আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

---

30 [সূরা আল মায়িদাহ (৫): ২]

31 *(মুসলিম)*

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥﴾

অর্থ: '(হে আল্লাহ) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'[৩২]

**৩০. প্রশ্ন: আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত করা জায়েয কি?**

**উত্তর:** না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল।

যেমন তিনি বলেন:

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ۝٣٥﴾

অর্থ: '(ইমরানের স্ত্রী বিনি হান্নাহ) আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আমার রব! আমার পেটে যে সন্তান আছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি।'[৩৩]

**৩১. প্রশ্ন: যাদুর বিধান কী? এবং যাদুকরের শাস্তি কী?**

**উত্তর:** যাদুর বিধান হল: কাবীরাহ গোনাহ, আর কখানো কুফরী। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাদুকর কখনো মুশরিক, কখনো কাফির আবার কখনো ফিৎনা সৃষ্টিকারী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

---

[32] [সূরা আল-ফাতিহা (১): ৫]

[33] [সূরা আলি 'ইমরান (৩): ৩৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿١٠٢﴾﴾

অর্থ: 'কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল, আর তারা মানুষদেরকে যাদু বিদ্যা বিদ্যা শিক্ষা দিত।'[৩৪]

**৩২. প্রশ্ন: গণক ও জ্যোতিষীরা কি গায়েবের খবর রাখে? এবং গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান কি?**

**উত্তর:** না, গণক ও জ্যোতিষীরা গায়েবের খবর রাখে না। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾﴾

অর্থ: '(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনে আর যারা থাকে তাদের কেউই গায়েবের খবর রাখে না।'[৩৫]

* গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান হল: গণক ও জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস করা হল আল্লাহর সাথে কুফুরী করা।

---

[34] [সূরা আল বাক্বারাহ (২): ১০২]

[35] [সূরা আন্ নামাল (২৭): ৬৫]

যেমন এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট গেল, অথবা তারা যা বলল, তা বিশ্বাস করল, তাহলে সে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মাজীদ তার সাথে কুফুরী করল। (অর্থাৎ সে আল্লাহর সাথেই কুফুরী করল)[৩৬]

**৩৩। প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা কী জায়েয?**

**উত্তরঃ** না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা বা শপথ করা জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করল, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করল।[৩৭]

**৩৪. প্রশ্নঃ বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্তির জন্য এবং মানুষের বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতু দ্বারা নির্মিত যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, পাথর, তামা ও লোহার আংটি, মাদুলি, বালা ব্যবহার করা এমনিভাবে কাপড়ের টুকরা, ফিতা ও সুতার কায়তন এবং এ জাতীয় আরো অন্য কিছু ব্যবহার করা। এ ছাড়া কুরআন শরীফের আয়াত, বা আয়াতের নাম্বার জাফরানের কালি দিয়ে লিখে এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা এঁকে দু'আ, তাবিজ ও কবয বানিয়ে তা হাতে, কোমরে, গলা ও মাথায় ঝুলানোর বিধান কী?**

---

36 *(আহমাদ)*

37 *(আহমাদ)*

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এবং মানুষের বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের আংটি, মাদুলী, বালা, কাপড়ের টুকরা, সুতার কায়তন এবং কুরআন শরীফের আয়াত বা নাম্বার লিখে অথবা কোন নকশা এঁকে তার দ্বারা তাবিয ও কবচ বানিয়ে হাতে কোমরে, গলা ও মাথায় ব্যবহার করা বা ঝুলানো পরিষ্কার শির্ক। আল্লাহর কথাই এর দলীল। তিনি বলেন,

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴿١٧﴾﴾

অর্থঃ 'আল্লাহ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট ও বিপদ-আপদ আরোপ করেন, তাহলে একমাত্র সেই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারে না।'[৩৮]

অতপর উপরোক্ত বিপদ-আপদে আমাদের করণীয় দুটি ঃ ১. বৈধ ঝাড়ফুঁক ও ছহীহ দু'আ পাঠ। ২. বৈধ ঔষধ গ্রহণ। এক্ষেত্রে তাবিয ও অনুরূপ বিষয় লটকানো শির্ক।

রাসূল (ﷺ) বললেন,

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (مُسْنَدُ أَحْمَدُ، إِسْنَدُ صَحِيْحَةٌ، حَدِيْث: ١٦٧٨١)

---

[38] [সূরা আন'আম (৬): ১৭]

যে তাবিয ঝুলালো সে শির্‌ক করল।[৩৯]

**৩৫. প্রশ্নঃ কোন্ কোন্ জিনিষের দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি?**

**উত্তরঃ** আমরা ৩টি জিনিষের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। যেমন (১) বিভিন্ন ধরণের সৎ আমলের দ্বারা (২) মহান আল্লাহর সুন্দরতম ও গুণবাচক নাম সমূহের দ্বারা (৩) আর নেক্‌কার জীবত ব্যক্তিদের দোয়ার মাধ্যমে। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ ﴿٣٥﴾﴾

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর।'[৪০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾

---

39 (মুসনাদে আহমদ হা/ ১৬৭৮১; সিলসিলা ছহীহ হা/৪৯২; সনদ সহীহ)

40 [সূরা মায়িদাহ (৫): ৩৫]

অর্থ: 'আর আল্লাহ জন্যে সুন্দর সুন্দর ও ভাল নাম রয়েছে, তোমরা তাঁকে সে সব নাম ধরেই ডাকবে।'[৪১]

**৩৬. প্রশ্ন: কোন্ কোন্ জিনিষের অসীলা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করা নিষেধ?**

**উত্তর:** যে সমস্ত জিনিষের অসীলা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্ট করা নিষেধ তার মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল: (১) মৃত ব্যক্তিদের অসীলা। (২) অনুপস্থিত জীবিত ব্যাক্তিদের অসীলা করা। (৩) পীর-মুর্শিদ ওলী-আউলিয়া এমনকি নাবী-রাসূলগণের ব্যক্তিসত্তার দ্বারা অসীলা করা।

**৩৭. প্রশ্নঃ জীবিত মানুষের নিকটে দু'আ চাওয়া কি জায়েয?**

**উত্তরঃ** হাঁ, জীবিত মানুষের নিকটে দু'আ চাওয়া জায়েয। তবে মৃত মানুষের নিকট জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿١٩﴾﴾

অর্থ: '[হে রাসূল!] আপনি প্রথমে আপনার গোনাহ খাতার জন্য এরপর মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'[৪২]

41 [সূরা আ'রাফ (৭): ১৮০]

**৩৮. প্রশ্ন: জীবিত মানুষের দ্বারা সুপারিশ চাওয়া কী জায়েয?**

**উত্তর:** হ্যাঁ, জায়েয। দুনিয়াবী বিষয়ে জীবিত মানুষের দ্বারা সুপারিশ চাওয়া জায়েয। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾﴾

অর্থ: 'যে ব্যক্তি কারো জন্যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তার জন্য অংশ পাবে, আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে ওর দরুন অংশ পাবে।'[৪৩]

**৩৯. প্রশ্ন: ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে, তার ফায়সালা কিভাবে করতে হবে?**

**উত্তর:** ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে, তার ফায়সালার জন্য আল্লাহর পবিত্র কুরআন এবং তার রাসূলের সহীহ হাদীসের ফায়সালার দিকে ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

---

[42] [সূরা মুহাম্মাদ (৪৭): ১৯]

[43] [সূরা আন্ নিসা (৪): ৮৫]

﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿٥٩﴾﴾

অর্থ: 'অতঃপর যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে ফায়সালার জন্য উক্ত বিষয়টিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (ফায়সালার) দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক।'[৪৪]

44 [আন্ নিসা (৪): ৫৯]

বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে লিফলেটটি শুধুমাত্র মুদ্রণ খরচ দিয়েই কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক কপি আপনি সংগ্রহ করতে